দৈনিক বাংলা

তারিখ 13 NOV 1993
পৃষ্ঠা 1 কলাম 7

## ছাত্র রাজনীতি জাতীয় স্বার্থে হওয়া উচিত

# ধ্বংস ও নৈরাজ্য গণতন্ত্র বিরোধী ঃ খালেদা জিয়া

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, সরকারী সম্পত্তি ধ্বংস এবং বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় পড়ে না। বরং অব্যাহত উন্নয়ন, অগ্রগতি ও জনগণের অধিকার নিশ্চিত করার প্রতি সমর্থন দান গণতন্ত্রের কাজ। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বের সর্বত্রই প্রতিবাদের সুযোগ রয়েছে। তবে প্রতিবাদের ভাষা গণতন্ত্রের প্রকৃত চেতনাকে লংঘন করা উচিত নয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী শুক্রবার তার সুগন্ধা কার্যালয়ে বাগেরহাট জেলার সরকারী পিসি কলেজ ও খানজাহান আলী কলেজের নির্বাচিত ছাত্র সংসদে কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন। ছাত্র নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সুগন্ধায় আসেন। তিনি বলেন, একটি রাজনৈতিক দল নিজেদের কোন ইস্যু না থাকায় প্রতিবাদের নামে বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসাত্মক তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে। খবর বাসস'র।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশকে পরনির্ভরশীল করার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে এই দলটি উন্নয়ন তৎপরতায় বাধা সৃষ্টির লক্ষ্যে একের পর এক ধ্বংসাত্মক কর্মসূচী গ্রহণ করছে। তিনি বলেন, তারা সর্বদা স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনার কথা বলে অথচ নিজেরা তা বিশ্বাস করে না। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচীতে বাধা সৃষ্টি করে দলটি জনগণকে অজ্ঞতার অন্ধকারে আটকে রাখতে চায়। তিনি আরো বলেন, জনগণ ইতিমধ্যেই উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে সচেতন হয়ে হরতাল ও ধ্বংসের রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করেছে।

বেগম খালেদা জিয়া কারো ব্যক্তিস্বার্থে নয় বরঞ্চ দেশ ও জাতির কল্যাণে রাজনীতি

(৮-এর পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

## ধ্বংস ও নৈরাজ্য গণতন্ত্র বিরোধী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

করার জন্য ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সন্ত্রাসীরা কখনোই কারো বন্ধু হতে পারে না। তিনি আওয়ামী লীগের নাম উচ্চারণ না করে বিএনপি'র অঙ্গ সংগঠন থেকে বহিষ্কৃত চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের আশ্রয় প্রদানের জন্য দলটির সমালোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার দল সন্ত্রাসে বিশ্বাস করে না। বহুক্ষেত্রে সন্ত্রাসের দায়ে নিজ দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বিএনপি তার প্রমাণ দিয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এস এম মোস্তাফিজুর রহমান, হুইপ আবদুল করিম, সৈয়দা নার্গিস আলী এমপি, স্থানীয় বিএনপি নেতা মনোয়ারউদ্দীন, ছাত্রদল নেতা শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি ও খানজাহান আলী কলেজ এবং পিসি কলেজ ছাত্র নেতৃবৃন্দ।